গদাধরপুর উইমেন্স কলেজ

নবনীতা দেব সেন

'সন্ধেবেলায় কে ডেকে নেয় তারে!'

আচ্ছা, তোর মনে আছে গীতু, সেই পাঠচক্রের সেশনটা? অশোকতরুর সেই মুখ নামিয়ে গান: 'ও আমার গোলাপবালা।' এখন তো অশোকতরু অন্য ঢঙে গান করেন। আর তোর মামাবাবুর বক্তৃতা হল সে-সেশনে, স্বপ্ন বিষয়ে সেই যে রে, যেখানে আমি আমার জলের স্বপ্নটার মানে জিজ্ঞেস করেছিলুম? উনিও খুলে বলবেন না, আমিও না জেনে ছাড়ব না। এখন তো মানেটা জানি, উঃ এত হাসি পায় সেদিনকার কথা ভাবলে! মামাবাবুকে কী মুশকিলেই ফেলেছিলাম! সত্যি, গীতু, তোরা যে কী করে থাকিস গদাধরপুরে! ওখানে তো আর এরকম পাঠচক্র টক্র হয় না। বক্তা পাবি কোথায়, গাইয়েই বা কই? সভ্য-সমাজের বাইরে একটা কলেজ বসিয়েছে কী করতে কে জানে। ওখানে লাইফ বলতে তো কিছুই নেই। থিয়েটার তো নেইই, ভাল সিনেমাও নিশ্চয়ই যায় না, একজিবিশন কি কনসার্টের তো প্রশ্নই ওঠে না, তেমন একটা রেস্তোরাঁ কিংবা দোকানপাট পর্যন্ত নেই। কী করে আছিস বল তো? কী নিয়ে থাকিস? প্রেম-ট্রেমও তো হয় না অমন মফঃস্বলের মধ্যে। সবাই নিশ্চয়ই চোখ পাকিয়ে আছে। একগাদা মেয়ে-মাস্টার মিলে হোস্টেলে থাকা, দেখিস বাবু, সাবধান, শেষটা লেসবস বানিয়ে ফেলিস না গদাধরপুরটাকে। এ তো প্রায় জেলে থাকার মতনই কিনা। ফ্রিডম নেই কিছু। আচ্ছ, কী করিস রে ছুটির দিনে? কিংবা সন্ধেবেলায়? নদীর ধারটা পুরনো হয় না? কাছাকাছি কোথাও প্রপার শহর আছে? গাড়ি করে ঘুরে আসা যায়? গাড়িও নেই? কেন, কলেজের স্টাফ-কারে যাবি। তাও নেই? আশ্চর্য! যেমন জায়গা, তেমনি কলেজ! কী করতে যে আছিস ওই অজ পাড়াগাঁয়। কী করেই বা আছিস ওই অজ গাঁয়ে, চিরকাল শ্যামবাজারের পাঁচমাথায় বাস করে? বোরিং লাগে না? বিয়েটিয়ের তো নামও করিস না। লগিয়ে দিই একটা সম্বন্ধ? আমার এক ভাসুর ফিরেছেন বিদেশ থেকে,

একটু বয়স্থা, এডুকেটেড মেয়ে চান, নিজেও বহুকাল অ্যাকাডেমিক লাইনেই ছিলেন। তোর সঙ্গে বেশ মানাবে। না মশাই, অত মুচকি হাসির কিছুই নেই। বত্রিশ তো পার হল, এরপর আর কবে বিয়েটা করবি শুনি? চিরটাকাল কেবল গেঁয়ো গাধাগুলোকে পিটিয়ে গরু বানালেই চলবে? গদাধরপুরে মানুষ থাকে! ওটা কি একটা লাইফ হল গীতু?

লাইফটা কী রকম বদলে গেল দেখ! একসঙ্গে পড়তে পড়তে কত স্বপ্ন, কত প্ল্যান—তারপর আমি শ্বশুরবাড়ি, আর তুই গদাধরপুর উইমেন্স কলেজে। কোথায় গেল লেখক হওয়া, কোথায় গেল নাটক করার স্বপ্ন। একদিক থেকে দেখলে অবশ্য তুই মন্দ নেই। বেশ ঝাড়া হাত-পা। আমি? এটা ভাল থাকা হল? ঘরসংসার ছেলেপুলে নিয়ে ন্যাতা-জোবড়া হয়েই কাটল দশটা বছর। একদম গবেট হয়ে গেছি। কে বলবে একদিন ডিবেটিং চ্যাম্পিয়ান ছিলুম। এখন যা কিছু ডিবেট সব আয়া বাবুর্চির সঙ্গে। কর্তা? হুঁ, তা হলেই হয়েছে। তাঁর সঙ্গে আমার দেখাটা হচ্ছে কোথায়, যে ডিবেট করব? তিনি তো এই অফিস, এই ফ্যাক্টরি, এই ট্যুরে যাওয়া, অমুক পার্টিকে মিট করতে গ্র্যান্ড হোটেলে লাঞ্চ, তমুক পার্টিকে মিট করতে স্যাটারডে ক্লাবে ডিনার—এই কম্মই করে বেড়াচ্ছেন দশ বছর ননস্টপ। বউয়ের সঙ্গে বসে বসে ডিবেট করবার মতন তাঁর অত সময় নেই ভাই। দিনরাত ছুটোছুটি। একটু যদি বিশ্রাম পান তো সে ক্লাবে। বউয়ের আঁচল ধরা হলে কেউ জীবনে উন্নতি করে না বুঝলি? কেন আমার জন্যে তো আয়া আছে, ড্রাইভার আছে, খানসামা আছে, মালি বাবুর্চি ঠাকুর চাকরের ঘোর বৃন্দাবন একেবারে! আবার একটি কর্তাও চাই? সেটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে না? একেই তো আমার বলে কত ফ্রিডম! যখন খুশি বেরোও, যেখানে খুশি যাও, যা-খুশি কেনা কাটা কর, শ্বশুর-শাশুড়ি-দেওর-ননদ কেউ ঘাড়ে নেই, যে-যার সে-তার। সবরকম সুযোগ সুবিধা রয়েছে, হাই সোসাইটির কানেকশনস রয়েছে, কত নেমন্তন্ন কত পার্টি। আমার মুখে নালিশ শোভা পায় না ভাই। পায়? তুইই বল! ব্যাপারটা কি জানিস, ছোটবেলায় পড়েছিলি না, দোয়াত আছে, কালি নেই? আমার সংসারটা হচ্ছে ঠিক তাই! হাসছিস? ছাই বর্তে যেতে তুমি আমার জীবন পেলে। জানিস না তাই বলছিস। সেই চিরাচরিত গল্প আর কি—এ সকল ক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে বউদের হয় কোন প্রেমিক জোগাড় করে পালিয়ে যাওয়া, নয়তো ভাগ্নে-টাগ্নে কিংবা ড্রাইভার-টাইভারের সঙ্গে লুকিয়ে চুরিয়ে প্রেম করা। গল্পের বইতে তাই করে। যারা এসব কম্ম পারে না, তারা চার ইঞ্চি ঝুলের জামা পড়ে ফ্রেঞ্চ-শিফন শাড়ি হাঁটু পর্যন্ত তুলে লেসের রুমালে নাক চেপে হপ্তায় একদিন বন্যার ত্রাণে কিংবা কুষ্ঠাশ্রমে বেড়াতে যায়, আর বাকি ছ'দিন ধরে তারই জন্যে দু'বেলা মিটিংবাজি করে পার্ক হোটেলে। আর বাকিরা হয় দুপুরবেলা ক্লাবে

গিয়ে অন্য গিন্নিদের সঙ্গে তাস খেলে আর জিন্ খায়, নয়ত আমার মতন খুঁজে খুঁজে পুরনো বন্ধুদের বের করে, তুতিয়ে পাতিয়ে আড্ডা দিয়ে সময় ভরাতে চায়। আজকাল অবশ্য 'বুটিক' খোলার একটা রেওয়াজ হয়েছে, উপরি রোজগারও, সময়টাও কাটে।

—সময় যে আর ফুরোতে চায় না। বাচ্চারা তিনজনেই দার্জিলিঙের ইশকুলে আছে। এখানে কি রেগুলার পড়াশুনো হয়? আজ বন্ধ, কাল স্ট্রাইক! ওইখানে থাকলে ডিস্টার্বেন্স হবে না। তাছাড়া উনি বলেন হোস্টেলে থাকলে নিজেরটা নিজে করতে শিখবে! আমি যে এদিকে কী করি। গান? হ্যাঁ, আবার একটু আধটু ধরেছি ওটা—একটা স্পেশাল ক্লাসে জয়েন করেছি। নারে, পিয়ানোটা ছেড়েই দিয়েছি। ওটা তো কোনদিনই তেমন ভাল লাগত না। কেবল চালিয়াতির জন্যে শেখা, ভালবেসে আর স্কুলে পিয়ানো নেয় ক'জন? তোর সেতারের কথাটা একদম আলাদা। সেতার হল তোর প্রাণ। তাও কি আর এতদিন থাকত, যদি বিয়ে-থা করে সংসার পেতে বসতিস? নেহাত বনে বাদাড়ে পড়ে আছিস, আর একাটি আছিস, তাই এখনও সেতারটা বজায় রাখতে পেরেছিস। ভাগ্যিস তোর রেডিও প্রোগ্রামগুলো থাকে, তাই তো তবু কলকাতায় আসিস। নইলে কে আর পারত বলো গদাধরপুরে গিয়ে গিয়ে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ টিকিয়ে রাখতে? অমন একটা গডফরসেক্ন প্লেস! রেডিও? অ্যাবসার্ড কথা বলিস না। আমি গাইব কী? আমার গান কি লোকসমাজে বের করবার মতন? ওই সময় কাটাতে নিজের মনে যা একটু গুনগুন করা। তোমার সেতারের সঙ্গে তার তুলনা হয়? আমি তো ভাই কোনদিনই অরিন্দমদের মতন গাইতে পারতুম না! আচ্ছা, তোর অরিন্দমের কথা মনে পড়ে, গীতু? সত্যি কী গলাই ছিল ছেলেটার, না রে? এখন তো আর রেডিওতে প্রোগ্রাম করে না। অত বড় পোস্টে কাজ করছে আই.টি.সি-তে, বুরোক্র্যাট হয়ে গেছে। পুরোপুরি বক্সওয়ালা বড়সাহেব। আমার কর্তা যেমন। অথচ দেখ অরিন্দমের চেয়ে কত নিরেস গাইতেন উমাদি, অরিন্দম যখন 'এ' ক্লাস আর্টিস্ট, উমাদি 'বি'-তে। চর্চার গুণে সেই উমাদিরও এল.পি. বেরিয়ে গেল।

গানের লাইনটাই যে ছেড়ে দিল অরিন্দম। জুনিয়র এক্সিকিউটিভ পরীক্ষায় অত ভাল রেজাল্ট করল কিনা। এখন তো তিনি সিনিয়র এক্সিকিউটিভ। ভাল চাকরিটা পেয়েই মস্ত ক্ষতি হয়ে গেল ওর। হাসছিস তুই? ভাল চাকরি পেলে বুঝি লোকেদের ক্ষতি হয় না? খুব হয়। কত যে ক্ষতি হয়, তা যার ভাল চাকরি নেই, সে কখনও বুঝবে না। বেকারি যেমন, বড় চাকরিও তেমনি। কী করে যে মানুষকে নষ্ট করে ফ্যালে তা তো দেখতে পাও না। সে অন্যরকম সর্বনাশ। অরিন্দম যদি ওই চাকরিটা না পেত, আমি ঠিক জানি এখন মস্ত বড় গাইয়ে হত। কোনটা বেশি

ভাল হত ভাব?

গীতু, তোর মনে আছে, সেবার রবীন্দ্রজয়ন্তীতে উমাদি আর অরিন্দমের গান—'সোনার হরিণ চাই?' অপূর্ব হয়েছিল। না?

অরিন্দমের 'চিরসখা' তোর মনে পড়ে না গীতু? উমাদির বোধহয় অরিন্দমের প্রতি একটা উইকনেস ছিল—উমাদির সেই 'বন্ধু রহো রহো সাথে' আমি কোনদিনই ভুলব না। আমাদের সেই হেঁটে হেঁটে ফেরা, সায়েন্স কলেজ থেকে অরিন্দমকে তুলে নিয়ে সন্ধ্যাবেলায়, বালিগঞ্জের ফাঁকা ফাঁকা রাস্তা দিয়ে পাঠচক্রের রিহার্সালের পরে? মনে পড়ে গীতু? কী করে হাঁটতুম রে অত; চৌরঙ্গীতে এসে, ট্রাম ধরে শ্যামবাজার। এখন তো একদম হাঁটতেই পারি না। তুই এখনও পারিস? তুই যে রোগা আছিস। তাই। আচ্ছা, আমরা দুজনেই অরিন্দমের গান অত ভালবাসতুম অথচ হিংসেহিংসি তো ছিল না? রেজাল্ট বেরুনোর পরে গঙ্গার ধারে সেই সন্ধেটা মনে পড়ে? অরিন্দমের 'আমার এ-পথ' গাওয়া, আর তোর আমার কান্না? মনে পড়ে, তোর কী রাগ আমার ওপরে, অরিন্দমকে যখন আমি 'না' বললুম? আচ্ছা, তুই অত ক্ষেপে গেলি কেন বল তো? কী আশ্চর্য একটা বন্ধুত্ব হয়েছিল আমাদের তিনজনের। বেচারা উমাদি আমাদের তিনজনকেই হিংসে করতেন! উঃ! আবার সেই পুরনো প্রশ্ন? অন্তত দুশোবার তো তোকে বলেছি কেন অরিন্দমকে 'না' বললুম। তোমার অত ইচ্ছে ছিল তো তুমি নিজেই কেন বিয়ে করলে না বাপু তাকে? বাঃ, আমাদের 'জুড়ি মিলেছিল' না ছাই। ওটা তোর একটা ফিক্সেশন। এই দশ বছর বাদেও একই কথা বলবি? কেন ওকে বিয়ে করলুম না?—কেন আবার। আমার ব্যারিস্টার বাবাটি অমন কেরানী বাপের গাইয়ে-ছেলেকে পাত্র বলেই মানতেন না, —আমাদের সঙ্গে ওদের বাড়ির অবস্থা মিলত না। আমি একভাবে মানুষ, ওরা অন্যভাবে। তখনও তো আর ও-পরীক্ষাটা দেয়নি ও। কী করে জানব বল যে দুটো বছর যেতে-না যেতেই অরিন্দমের এতখানি অবস্থা পাল্টাবে? যখন ও চাকরিটা পেল, ততদিনে তো আমার বিয়ে হয়েই গেছে। অরিন্দম কিন্তু মাত্র গেল বছরে বিয়ে করল। দিল্লিতে। পাঞ্জাবি বউ। শুনেছি নাকি খুব সুন্দরী। তুই দেখেছিস? না, আমিও দেখিনি। অরিন্দমকেই দেখিনি। সেই আমার বিয়ের রাত্তিরেই শেষ সাক্ষাৎ! ও কখনও আমাদের বাড়িতে আসেনি। আমার কর্তাকে তো সেভাবে মিটই করেনি! করলে অবশ্য জমত ভাল। কথাটা কি জানিস? ও যদি গানই ছেড়ে দিল, তাহলে ওকে বিয়ে করলেই বা কী তফাতটা হত? এই একই হত। আমার কর্তারও যেমনি, অরিন্দমেরও নির্ঘাত তেমনি—অফিস, ফ্যাক্টরি, লাঞ্চ, ডিনার, ট্যুর প্রোগ্রাম, ক্লাব, ককটেল! দেখতিস ঠিক সেই একই লাইফ হত আমার। বরং কষ্ট আরেকটু বাড়ত। কেবলই মনে হত: গান ছিল, গান নেই! একটা ব্যুরোক্র্যাটের

সঙ্গে আরেকটার তফাত একখানা কাস্টম-মেড মার্সিডিজ গাড়ির সঙ্গে আরেকখানার যা—অর্থাৎ শূন্য; নিল।

—ধ্যেৎ সম্মান করব না কেন? নিজের স্বামী বলে কথা? সম্মান-টম্মান সবই করি, তবে কী জানিস, ওদের ওই জান-প্রাণ দিয়ে কেরিয়ার গড়াটাতে কেমন যেন ঘেন্না ধরে গেছে ভাই। ওদের এয়ারকনডিশনড অফিসের চেয়ার টেবিলগুলো যেমন ফ্যাশনেবল আর কমফরটেবল, ওদের লাইফগুলোও তাই—আর লোকগুলোও সব একজাতের। একটাকে চিনলেই সবগুলোকে চেনা হয়ে যায়। যাই তো ক্লাবে। সবক'টা এক! সব ছাঁচে-ঢালা মানুষ রে। অরিন্দমের চাকরিটাও তো ওই ছাঁচের, সেও অমনিই হয়ে গেছে নিশ্চয়। এই আমার কর্তার মতোই। গান-টান তো আর কোথাওই গাইতে শুনি না। ওর বউটার জীবনও আর দশ বছর বাদে ঠিক এই শ্রীমতীর মতোই হবে, তাকেও কলেজ ফ্রেন্ডদের খুঁজতে বেরুতে হবে দেখিস। হ্যাঁ, তা যা বলেছিস! যদি দশ বছর টেঁকে! আজকাল তো এইরকমই হাল হয়েছে। এদের এই সোসাইটিটাই তেমনি! রুনুর লাইফটা কী হয়ে গেল দেখ। সত্যি ভারি স্যাড। জয়ন্তী আবার বিয়ে করে ফেলেছে, এখন মিসেস মেহেরা হয়েছে। রুনুটা ওরকম পারবে বলে মনে হয় না। ও বি.এ. পড়তে ভর্তি হয়েছে শুনলুম।

হ্যাঁরে গীতু, তোদের ওখানে ফিলজফিতে কোনও ভেকেন্সি নেই? আমি কিন্তু ইন্টারেস্টেড। বাচ্চাদের তো দার্জিলিঙে পাঠিয়েছি, এখন আমার কাছে আলিপুরও যা, গদাধরপুরও তাই। এটা কি একটা লাইফ হল? হয় ভীষণ হেকটিক্, আর নয়তো বোরিং! বরং তোদের ওখানটাই বেশি রিফ্রেশিং হবে। আমার বায়োডাটা তো তুই জানিস গীতু। সত্যি একটু খোঁজ নিবি, গিয়েই? সিরিয়াসলি বলছি। কি আশ্চর্য, হাসছিস?

ওহ্, কর্তার কথা ছাড়। তাঁর বেয়ারা বাবুর্চি সবই আছে। আমি তো একটা ফাউ। কর্তা বোধহয় টেরও পাবেন না মেমসাহেব কলকাতা মে, ইয়া গদাধরপুর মে! একমাত্র পার্টি দেবার সময় ছাড়া। বাজে কথা রাখ। আরেকটু কফি নে। এটা নতুন পারকোলেটর—ভাল কফি বানায়, না? ফ্রান্সের এক সাহেব দিয়েছেন কর্তাকে। শোন, সত্যি রে, ফিলজফিতে একটা চান্স হয় না তোদের গদাধরপুর উইমেন্স কলেজে? কী বললি ওখানে বড় মশা? টিকতে পারব না?—তুইও আমাকে ঠাট্টা করছিস, গীতু?